আজকের কাগজ

তারিখ 27 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কুমিল্লার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী নতুন বই পাবে না

খায়রুল আহসান মানিক ঃ চলতি শিক্ষা বর্ষে কুমিল্লা জেলার ১২টি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রিদের জন্যে বিনামূল্যে বইয়ের চাহিদার মাত্র অর্ধেক দেয়া হয়েছে। পুরাতন বই সংগ্রহ করে নতুন-পুরাতন বই মিলিয়ে নতুন ক্লাশে ওঠা শিক্ষার্থিদের মধ্যে বিতরণের জন্যে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলায় ১৩৩৪টি সরকারি, ৩৮৪টি রেজিস্টার্ড, ৪৪টি রেজিস্ট্রি বিহীন ১৮টি উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত ও ১৮২টি স্বল্পব্যয়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিদের জন্যে এ বছর প্রথম শ্রেণীর জন্যে বাংলা ১ লাখ ৩১ হাজার ৫শ', গণিত ১ লাখ ৯৭ হাজার, ইংরেজি ১ লাখ ৯৭ হাজার, ২য় শ্রেণীর বাংলা ৫৬ হাজার ৭শ', গণিত ৫৬ হাজার ৭শ', ইংরেজি ১ লাখ ২ হাজার ৭শ', তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা ৮৩ হাজার ৫০, গণিত ৮৩ হাজার, ইংরেজি ৮৩ হাজার, সমাজ ৮৩ হাজার, বিজ্ঞান ৮৩ হাজার ৫০, ইসলাম ধর্ম ৬৬ হাজার, হিন্দু ধর্ম ৭ হাজার ৩শ' ৫০, বৌদ্ধ ধর্ম ৫শ' ও খৃষ্টান ধর্ম ১শ' ৫০, ৪র্থ শ্রেণীর বাংলা ৬৪ হাজার ৮শ', গণিত ২৮ হাজার ৯শ' ৫০, ইংরেজি ৬৪ হাজার ৮শ', সমাজবিজ্ঞান ৬৪ হাজার ৮শ', বিজ্ঞান ৬৪ হাজার ৮শ', ইসলাম ধর্ম ৬১ হাজার, হিন্দু ধর্ম ৬ হাজার ৫শ' ও খৃষ্টান ধর্ম ১শ', ৫ম শ্রেণীর বাংলা ১ লাখ, গণিত ১ লাখ, ইংরেজি ১ লাখ, সমাজ বিজ্ঞান ১ লাখ, বিজ্ঞান ১ লাখ, ইসলাম ধর্ম ৯২ হাজার, হিন্দু ধর্ম ৬ হাজার খৃষ্টান ধর্ম ১শ' ও বৌদ্ধ ধর্মের ২শ' বই বরাদ্দ পাওয়া গেছে। অথচ প্রতিটি শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এর দ্বিগুণ। ছাত্র-ছাত্রিদের কাছ থেকে পুরাতন বই সংগ্রহ করার জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্দেশ প্রদান করায় তারা বই সংগ্রহ শুরু করেছেন। কয়েকজন শিক্ষক জানান, সংগৃহীত বইগুলোর এমনই বেহাল অবস্থা যে, বইগুলো শিক্ষার্থিদের আরও এক বছর পড়ার উপায় নেই। কারণ অধিকাংশ বই ছেড়া। বইয়ের ভেতরের পাতা উধাও হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে এ বছর প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা বেকায়দায় পড়েছেন। এ অবস্থায় অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী সরকারের দেয়া নতুন বই পাবে না। অনেককেই সংগ্রহকৃত আধা ছেঁড়া বই দিয়েই পড়াশোনা করতে হবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায় যে, ইতিমধ্যে জেলার প্রতিটি থানায় বই পাঠানো হয়েছে।